GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE &
DISTRICT PROGRAMME COORDINATOR
PURBA MEDINIPUR : : TAMLUK
(MGNREGS CELL)
PH: 03228 263990/263890/263017(FAX). Toll Free Help Line No. – 1800-3453202
E-mail: mgnrega-purb-wb@nic.in/nrega_tamluk@rediffmail.com/mgnrega.tamluk@gmail.com
Website: mgnregapurbamedinipur.org

Memo No.: 324(25) / MGNREGS/XXXXII **Date: 01/08/17**

To

Programme Officer, MGNREGS &
The Block Development Officer,
……………………(All) Development Block,
Purba Medinipur.

Sub: Briksha Patta related

Sir/Madam,

We all know that Briksha Patta is being provided to the vulnerable section of society which increases survival rate of plant as well as it provides economic support to the family on monthly basis as well as on maturity they gots 75% return.

In this regard it is requested to select those families which are vulnerable to child marriage subject to fulfilled of basic guidelines under MGNREGA.

Patashpur-II Block has already taken that initiative with the nomenclature Maa Lakshmi.

Detail concept notes has already been circulated. A copy of same is enclosed herewith for ready reference.

Enclo:- As stated.

District Nodal Officer ,
MGNREGA,Purba Medinipur

Memo No.: 324(25)/1(3) / MGNREGS/XXXXII **Date: 01/08/17**

Copy forwarded for information to:

1. The Sub Divisional Programme Co-ordinator, MGNREGS & Sub Divisional Officer, Tamluk/Haldia/Egra/Contai
2. CA to District Programme Co-ordinator, MGNREGS & District Magistrate, Purba Medinipur.
3. CA to Additional District Programme Co-ordinator, MGNREGS & Additional District Magistrate(Dev),Purba Medinipur

District Nodal Officer ,
MGNREGA,Purba Medinipur

- প্রকল্পের নামঃ
  - **মা লক্ষ্মী প্রকল্প**

- সূচনা ও রূপায়ণকারী সংস্থাঃ
  - **পটাশপুর -২ পঞ্চায়েত সমিতি, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর**

- গোড়ার কথাঃ
  - অতীতে নাবালিকা বিয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে এর আগে মা লক্ষ্মী প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলে স্কুলে প্রচার চালানো হয়েছিল। তবুও মাঝে মাঝেই খবর পেয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে নাবালিকা বিবাহ রোধ করতে ছুটে যেতে হত বি ডি ও শ্রী শুভজিত কুণ্ডুকে। ফলে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। কিভাবে এই সমস্যার মূলোচ্ছেদ করা যায় তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখলেন আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকা পরিবারগুলির অনেকেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কন্যাদের বিয়ে দিতে চান। কারণ পরিবারগুলিতে জীবিকার যাবতীয় দায় বহন করে চলতে হয় এক অসহায় নারীকে। হয় তিনি স্বামীহারা অথবা নানান কারণে স্বামী তাঁর কর্তব্য করতে পারেন না। এমতাবস্থায় নিজের বেঁচে থাকাই যেখানে অনিশ্চিত সেখানে কন্যাসন্তানকে কোনক্রমে পাত্রস্থ করতে চান তিনি। বাস্তবে যদিও অনেক সময়ে বিবাহিতা সেই কন্যাকে আবার সেই মায়ের কাছেই ফের আশ্রয় চাইতে হয়।

মূলতঃ নাবালিকা বিবাহরোধ এবং কন্যাসন্তানদের পড়াশোনা সহ সার্বিক বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতে কোনভাবে রচনা করা যায় কিনা এই সমাজচিন্তা থেকেই মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা যোজনার আধারে তিনি স্থানীয়ভাবে একটি প্রকল্প রচনার খসড়া তৈরী করে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদন নিয়ে পুরাণো নামটাকে ব্যবহার করে গত ১৭ই জুলাই ২০১৬ থেকে যাত্রা শুরু হল কার্যত নতুন একটি প্রকল্পের। নাম রইল – "মা লক্ষ্মী প্রকল্প"।

- প্রকল্পের বৈশিষ্টঃ
  - ১) প্রথমে অনাবাদী সরকারী জমি চিহ্নিত করা হচ্ছে।

- ২) সেই জমিতে সারিবদ্ধভাবে আকাশমনির মত দ্রুত বৃদ্ধি পায় এমন গাছ রোপণ করা হচ্ছে। জায়গার চারপাশে বেড়া দেওয়া থেকে রোপণের যাবতীয় খরচ প্রকল্প ব্যয় থেকে মেটানো হচ্ছে।
- ৩) জমি তৈরী, বেড়া দেওয়া, গাছ লাগানো সম্পূর্ণ হলে এবার এক একজন কন্যা সন্তানের মায়ের হাতে ২৫০টি করে চারাগাছ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা মূলতঃ জল দেওয়া, আগাছা পরিস্কার, গবাদি পশুদের হাত থেকে রক্ষকের ভূমিকা নেবেন।
- ৪) এই কাজের জন্য এক একজন মা আগামী ৫ বছর প্রতিমাসে ২০০০ টাকা করে পাবেন। অধিকিন্তু, পাঁচ বা সাত বছর বাদে গাছগুলো থেকে আয় পাওয়ার অবস্থা এলে পঞ্চায়েত সমিতি অন্ততঃ ২৫,০০০ টাকা এক একজন রক্ষণাবেক্ষনকারীনিকে দেবেন।

  উপকৃতকেও চুক্তি করতে হচ্ছে যে তিনি অন্ততঃ ২০০ টি গাছ রক্ষা করবেন এবং আঠারো বছরের আগে নিজের কন্যার বিয়ে দেবেন না। চুক্তিপত্রে উপকৃত মা এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও নির্বাহী আধিকারিক হিসেবে বিডিও স্বাক্ষর করছেন।
- ৫) গাছগুলি রোপণের পর থেকে বড় করে তোলার জন্য সার, কীটনাশক (যদি লাগে) ইত্যাদির ব্যয় বহন করা হবে প্রকল্প তহবিল তহবিল থেকে। উপকৃতকে এ জন্য খরচ করতে হবে না।

- প্রকল্পের সুবিধাঃ
  - ১) অনাবাদী জমির পাশাপাশি রাস্তার দু' ধারে পড়ে থাকা জায়গাতে গাছ লাগানো হচ্ছে। ফলে জমি পাওয়া সমস্যা নয়। উপকৃতের নিজের জমি না থাকলেও প্রকল্প জারি থাকছে।
  - ২) ইতিউতি ছড়িয়ে না থেকে এক একটি স্থানেই সুসংহত বনসৃজন করা সম্ভব হচ্ছে।
  - ৩) বহুক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ নিজেরাই অনাবাদী সরকারী জমি চিহ্নিত করে প্রশাসনের কাছে বনসৃজনের মাধ্যমে আয়ের আবেদন করছেন। পাশাপাশি সরকারী জমি বা রাস্তার পাশে জবরদখল ঠেকানো যাচ্ছে।
  - ৪) মাসিক আয়ের সবটাই সরাসরি ব্যাঙ্ক আকাউন্টের মাধ্যমে এক একজন কন্যাসন্তানের মায়ের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে পরিবারে তাঁর কার্যকরী কর্তৃত্ব কায়েম হচ্ছে। নারীর বাস্তব ক্ষমতায়ান হচ্ছে।
  - ৫) পরিবারে কন্যাসন্তান আছে বলেই পরিবারটি এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে ফলতঃ কন্যাসন্তান কাঙ্খিত হয়ে উঠছে।
  - ৬) কন্যাসন্তানটির লেখাপড়া ও ভরণপোষণের নিয়মিত সংস্থান থাকায় আর্থিক কারণে নাবালিকা বিবাহের সম্ভাবনা আর থাকছে না।

- ৭) মাসে পারিশ্রমিক হিসেবে ধার্য করা হয়েছে ২০০০ টাকা। কিন্তু প্রাথমিকভাবে এক একজনকে ২৫০টি করে গাছ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়ার কারণ কিছু গাছ প্রাকৃতিক কারণে বিনষ্ট হতে পারে। আর ২০০ এর বেশী গাছ একজন উপকৃত নারী রক্ষা করতে পারলে সেটা হবে সমাজের প্রতি তাঁর অবদান। এখানে মানুষ হিসেবে তাঁর অবদানের সুযোগ থাকছে।
- সমগ্র প্রকল্পে শ্রমের বিনিময়ে আয়ের সুযোগ থাকায় একজন নারীকে অনুদানপ্রাপ্তিজনিত কোন মানসিক অবসাদ গ্রাস করবে না বলেই মনে হয়।
- কর্মসংস্থান ও সম্পদসৃষ্টির পাশাপাশি অতিরিক্ত কোন খরচ ছাড়াই নারীর ক্ষমতায়ন ও নাবালিকা বিবাহরোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

- উপকৃতের সংখ্যা ও বাছাই পদ্ধতিঃ
  - প্রথম পর্যায়ে ১১০টি পরিবার চিহ্নিত হয়েছেন। আরো অনেকেই এগিয়ে আসছেন।
  - কন্যা যে বিদ্যালয়ে পড়েন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক / শিক্ষিকা কারা আর্থিক কারণে লেখাপড়া বা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের চিহ্নিত করে প্রশাসনকে জানিয়েছেন।
  - পটাশপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী চন্দন কুমার সাহু সহ সকলেই এই প্রকল্পকে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

Maa-Lakshmi

An initiative by Patashpur-II Dev. Block & Panchayat Samity

Background:

Patashpur-II Dev. Block is one of the most remote blocks in the district of Purba Medinipur. Like other remote areas, so many deprived girl children are resided who have to discontinue their study in lack of money. Even some times they became victim of early marriage like social crime. Being a *Block Development Officer* of this area, several complaints regarding early marriage have to be disposed and during conversation with these girls' parents, *Shri Subhajit Kundu* had learnt, scarcity of money is the main reason behind this, though they are well informed about negative aspect of early marriage, specially, mother of these girls. Thinking starts from here, only preventing this kind of incidences after getting informed not only the way, if some initiatives can take to ensure minimum financial assistance for their education in regular basis to these financial weaker families having girl child, may discourage early marriage in a broader way.

Outline of the Project:

"Maa Lakshmi" – a project which was initiated by Patashpur-II Dev. Block & Panchayat Samity in the year 2014. Mainly, the grand success of "Kanyashree" scheme has inspired *the B.D.O.* to do this. Now, it is commenced in a new look in convergence with MGNREGA – "Briksha Patta"; an individual beneficiary scheme.

- Beneficiary will be selected from financially weaker families having Girl Child aged 13-16 yrs. The recommendation will be come from school authorities. Mother of girl child(s) will be selected as beneficiary.
- 250 saplings will be planted from MGNREGA in different Govt. lands, the beneficiary have to safeguarding these trees from premature death by regular maintenance.
- Cost of manure and fencing for preventing cattle will be provided from MGNREGA. Also, necessary equipments like water, trolley etc. will be supplied.
- They have to ensure, at least 200 nos. of sapling should grow fully up to 5 yrs.
- Rs. 2000/- (Two thousand) per month will be provided to the beneficiary for this work and they have to utilize this amount only for study of their girl child.
- After at least 5 yrs, during selling of trees a lump sum of Rs. 25,000/- (minimum) will be handed over to the beneficiary.
- An agreement between beneficiary and implementing authority will be handed over to the concerned beneficiary.

- The benefitted family will provide uninterrupted education to their daughters.
- The beneficiary will arrange marriage of her daughter, until she attain at the age of 18.

Outcome of the Project:

- To take a small part to prevent "Global Warming" making "More greenery".
- To provide "Financial assistance" to the financially weaker families for continuing study of their girl child. There will be no case of 'drop out'.
- To prevent early marriage like social crime. The scheme will be a strong weapon to eradicate child marriage.
- To strengthen financial sustainability of women. Through this scheme, mother will be empowered to take decision regarding her daughter. This will strengthen her position in family.
- To prevent Govt. lands from force possession. Roadside, canal side, vested land will be safe from encroachment and same will be preserved for next generation.
- Needy families, herself search a plot of Govt. land nearby her house as identification of Govt. land become easy.

Initially, we have already handed over the agreement to 110 nos. of beneficiaries, and beneficiaries have been selected on the basis of information received from different schools of this block.

Our motto is to change MGNREGA to social movement. Thus, we can get multi benefit from a single project.